ইত্তেফাক

তারিখ ... ২২/১/৭৮ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ... ...

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

একটি দেশের উন্নতি-অবনতি মূলতঃ নির্ভর করে সেদেশের জনগোষ্ঠির সামগ্রিক যোগ্যতা ও সচেতনতার উপর। বলাই বাহুল্য, এই যোগ্যত ও সচেতনতা অর্জিত হয় সেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হইতেই। বাংলাদেশের জাতিসত্তার বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেই একটি উপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বে হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। বিগত ত্রিশ বছরে বহু জনেই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা-বার্তা বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই।

উল্লেখ অনাবশ্যক যে, বাংলাদেশ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এখনও বহু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ যখন সভ্যতার শীর্ষারোহণে তৎপর তখনও বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা কৃষি উৎপাদন হইতেই শুরু। পেটে-ভাতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ প্রণীত হইতেছে। এমতাবস্থায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিকে স্বীয় পরিবেশ, সমস্যা ও তাহার সমাধানের পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ হইলে আর যাই হউক, তাহা দেশোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বর্তমানে যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে তাহা অক্ষরজ্ঞান শিখায় বটে, কিন্তু নিজেকে যথার্থরূপে চিনিতে সাহায্য করে বলিয়া অনুমিত হয় না। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ডঃ এম আর খান সম্প্রতি এক শিক্ষক সেমিনারে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজাইবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। মাননীয় উপদেষ্টার এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহ বাস্তবসঞ্জাত। এ ছাড়া জাতীয় উন্নয়নের ভিত তৈরী করিতে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। ব্যক্তিগতভাবে মেধাবী কোন তরুণ ক্ষেত্র বিশেষে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে সত্য, কিন্তু সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে গোটা জনসমষ্টির যোগ্যতাই অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। আমরা সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করি।